37

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিশুদের স্কুলে ভর্তির সমস্যা

রাজধানীর অধিকাংশ সরকারী স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে সেই একই পূর্ব অনিয়ম চলিতেছে বলিয়া ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সংবাদে উল্লেখিত হইয়াছে। সংবাদ মতে, স্কুলসমূহে স্বাভাবিক নিয়মে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যাওয়ার পর এখন চলিতেছে তদ্বির ও অর্থের বিনিময়ে ভর্তি। প্রভাবশালীদের জোর তদ্বির থাকিলে কোন কোন সরকারী স্কুলে ভর্তি হওয়া নাকি কোন ব্যাপারই নয়। একইভাবে মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করিতে পারিলেও ছেলে-মেয়েকে পছন্দমত স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব। এই দুইটি অনিয়মের সহিত আবার যুক্ত রহিয়াছে ভর্তি করার জন্য স্কুলের আশেপাশের মাস্তান প্রকৃতির লোকদের চাপ। বলা বাহুল্য, সন্তানদের স্কুলে ভর্তির জন্য উপরোল্লিখিত তিনটি পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার কোনটিই বাঞ্ছিত নয়। তবুও বছরের পর বছর ধরিয়া ইহাই চলিয়া আসিতেছে। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য স্বীকৃত নিয়মনীতি রহিয়াছে। সরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে আছে সরকার নির্ধারিত নিয়ম। বেসরকারী স্কুলসমূহের ক্ষেত্রে তাহাদের নিজস্ব নিয়ম-কানুন থাকিলেও তাহা সরকার নির্ধারিত নিয়মনীতি নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু সরকারী হউক, বেসরকারী হউক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তদ্বির বা অর্থের বিনিময়ে অথবা মাস্তানচক্রের চাপে ভর্তি করার কোন বিধান আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। অথচ ঢাকা নগরীর কতিপয় সরকারী স্কুলে তাহাই ঘটিয়া চলিয়াছে। ইহা যে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অবক্ষয়ের আরেকটি নজির তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

স্কুলে ভর্তি লইয়া এ ধরনের অভিযোগ যে এই প্রথম উঠিয়াছে তাহা নহে, প্রতিবছরই এইসব অভিযোগ পাওয়া যায়। এবং শুধু সরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে নয়, বেসরকারী স্কুলের ব্যাপারেও একই ধরনের, ক্ষেত্রবিশেষে আরও গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যায়। ভর্তির ক্ষেত্রে এই ধরনের অনিয়মের আশ্রয় নেওয়ার বা অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়ার কারণটি কাহারও অজানা নয়– স্কুলসমূহে আসন সংখ্যার তুলনায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা ও আসন সংখ্যার মধ্যে ব্যবধান এত বেশি যে, প্রতিবছরই বছরের শুরুতে স্কুলে প্রবেশের বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকগণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এই ভাবিয়া যে, সন্তানকে কোথায় ভর্তি করাইবেন। সমস্যাটি আরও তীব্র হইয়া পড়িয়াছে স্কুলসমূহের মধ্যে 'ভাল স্কুল' এবং 'ভাল স্কুল নয়' এমন বিভাজন তৈরী হওয়ায়। সরকারী স্কুলগুলি এবং কিছুসংখ্যক বেসরকারী স্কুল অভিভাবকগণের নিকট ভাল স্কুল হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। অধিকাংশ অভিভাবকই চান তাঁহার সন্তানকে এইসব স্কুলের কোন একটিতে ভর্তি করাইতে। ইহারই ফলস্বরূপ লক্ষণীয় হইয়া উঠে অর্থ অথবা তদ্বিরের জোরে কিংবা মাস্তানের সহায়তায় ছেলে বা মেয়েকে কাঙ্ক্ষিত স্কুলে ভর্তি করাইবার প্রবণতা। তদ্বির অনিয়মের সমার্থক। অথচ স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির স্বার্থে এই অনিয়মই যেন নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংগত কারণেই সংশ্লিষ্ট স্কুলসমূহের এক শ্রেণীর শিক্ষক সহজ অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ নিতে ছাড়িতেছেন না। এই অশুভ প্রবণতা রোধ করার একমাত্র উপায় হইতেছে স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে সকল স্কুলের লেখাপড়ার মান সমপর্যায়ে আনার সত্বর ব্যবস্থা করা। সরকার বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের বেতনের ৮০ শতাংশ ভর্তুকি হিসাবে প্রদান করিয়া থাকেন। অতত্রব সরকার আরও আন্তরিকভাবে চাহিলে এইসব স্কুলে শিক্ষার মান উন্নত অবশ্যই হইবে। বেসরকারী শিক্ষকদেরকে প্রদত্ত সরকারের ভর্তুকি যাহাতে পানিতে না যায় এই ব্যাপারে সরকারকে অধিকতর সতর্ক হইতে হইবে।

সাংবিধানিকভাবে শিক্ষা এদেশের সকল নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার । অর্থাৎ নির্দিষ্ট বয়স হওয়ার পর শিশুর স্কুলে প্রবেশের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকিবে না, ইহাই প্রত্যাশিত। কিন্তু দুঃখজনক হইলেও সত্য, বাস্তবতা অন্যরূপ। পল্লী অঞ্চলে নিজ গ্রামে স্কুল না থাকার কারণে অনেক শিশুর পক্ষে স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয় না। আর শহরাঞ্চলে শিশু শ্রেণী বা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হইবার জন্য শিশুকে পরীক্ষা দিতে হয়। আমরা বুঝিতে পারি না, যে শিশু কোনদিন স্কুলে যায় নাই সে স্কুলে ভর্তি হইবার জন্য কী পরীক্ষা দিবে? আর যে শিশুটিকে কোন স্কুল কর্তৃপক্ষেরই পছন্দ হইবে না সেই শিশুটির বিদ্যার্জনের সূচনা হইবে কীরূপে? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রকদের এই প্রশ্নগুলি যথাযথ গুরুত্ব দিয়া ভাবিতে হইবে। সমস্যাগুলির সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হইবে। শিক্ষাঙ্গনে অনিয়ম-দুর্নীতি ভয়াবহভাবে আসন গাড়িয়া বসিয়াছে। এইসব দুর্নীতি-অনিয়মের কারণসমূহও বিভিন্ন সময়ে চিহ্নিত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিকারের তেমন কোন ব্যবস্থা অতীতে গৃহীত হয় নাই। যদিওবা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকে তাহা কমই সুফল দিয়াছে। নূতন শিক্ষানীতির আলোকে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ভর্তি সমস্যার সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আর বিলম্ব করা হইবে না ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।